ণ) **অকৃতবিদ্য সঙ্গতকার ঃ** যিনি সঙ্গীতের সব বিভাগে অর্থাৎ গীত, বাদ্য ও নৃত্যের সাথে সঙ্গতে অসমর্থ।

ত) **কুসঙ্গতি ঃ** যিনি ভালভাবে সঙ্গত করতে পারেন না।

১৯। **প্রশ্ন ঃ** ঘরাণা বলতে কি বুঝ? ঘরানা কত প্রকার ও কি কি? লক্ষ্মৌ এবং ফরুখাবাদ ঘরানার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর ঃ তবলার জন্মরহস্যের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, তবলার অবিস্কার কে করেছিলেন, সে সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করা খুবই কঠিন, তবে আমরা দিল্লীর সুধার খাঁকেই মেনে নিয়েছি প্রথম তবলিয়া হিসেব। পরবর্তী সময়ে তাঁর শিষ্য ও বংশধরেরা ওনার পদ্ধতিকেই অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু বাদন রীতি (Style) সব ক্ষেত্রে একরকম থাকেনি। অদল বদল হয়েছে অনেক সময়। এই ভাবেই গড়ে উঠেছে এক-একটি ঘরানা। বিভিন্ন ঘরানার বাদন শৈলীও হয়েছে বিভিন্ন রকমের।

বর্তমানে মোট ছয়টি ঘরাণার অস্তিত্ব দেখা যায়। যেমন, —

ক) দিল্লী ঘরাণা। খ) লক্ষ্মৌ ঘরাণা। গ) ফরুখাবাদ ঘরাণা।

ঘ) বেনারস ঘরাণা। ঙ) অজরাড়া ঘরাণা এবং চ) পাঞ্জাব ঘরাণা।

নীচে ছয়টি ঘরাণার আলোচনা করা হল ঃ—

ক) দিল্লী-ঘরাণা ঃ উস্তাদ সুধার খাঁকে সর্বপ্রথম তবলা-বাদন প্রচারের সম্মান দেওয়া হয়, তিনিই ছিলেন ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা। সুধার খাঁ যে বাদনশৈলী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেই পদ্ধতিকেই অনুসরণ করলেন, তাঁর শিষ্য ও বংশধরেরা। তিনি দিল্লীর অধিবাসী ছিলেন, এর জন্য স্থানের নাম অনুসারে এই ঘরাণার নাম হয় দিল্লী ঘরাণা। সুধার খাঁর তিন ছেলে। বুগরা খাঁ, ঘসীট খাঁ এবং তৃতীয় পুত্রের নাম জানা যায় নি। বুগরা খাঁর ছিল দুই ছেলে—সিতার খাঁ ও গুলার খাঁ। দু জনই সুদক্ষ তবলিয়া ছিলেন। সুধার খাঁর অপর পুত্র ঘসীট খাঁর বংশ পরম্পরা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নি।

খ) লক্ষ্মৌ ঘরাণা ঃ দিল্লী ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা সুধার খাঁর দুই পৌত্র বখ্সু খাঁ ও মম্মু খাঁ লক্ষ্মৌ নবাবের আমন্ত্রণ পেয়ে দিল্লী থেকে লক্ষ্মৌ চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বাদনশৈলী পরিবর্তিত হয়ে এক নতুন বাদনশৈলীর সৃষ্টি হল এবং স্থানের নাম অনুসারে এই নতুন ঘরাণার নাম হল লক্ষ্মৌ ঘরাণা। মম্মু খাঁর পুত্র উস্তাদ মহম্মদ খাঁ নামকরা তবলিয়া ছিলেন। মহম্মদ খাঁর দুই পুত্র মুন্নে খাঁ এবং আবিদ হুসেন খলিফা খুব নামকরা তবলিয়া ছিলেন।

গ) ফরুখাবাদ ঘরাণা ঃ লক্ষ্ণৌ ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা উস্তাদ বখ্সু খাঁর মেয়ের জামাই উস্তাদ বিলায়েৎ আলি খাঁ (হাজী-খাঁ) ফরুখাবাদ ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা। বিলায়েৎ খাঁর পুত্র হুসেন আলি খাঁ, হুসেন আলি খাঁর পুত্র নন্হে খাঁ, এবং শিষ্য মুনীর খাঁ। নন্হে খাঁর পুত্র মসীত খাঁ এবং পৌত্র কেরামত্ খাঁ এবং প্রপৌত্র সাবীর খাঁ এই ঘরাণার বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিল্পী। মুণির খাঁর শিষ্যদের মধ্যে আহমদ্জান থিরকুয়া সর্বভারতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। মসীত খাঁ সাহেবের শিষ্যদের মধ্যে উস্তাদ মুন্নে খাঁ জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ এবং রাইচাঁদ বড়ালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঘ) বেনারস ঘরাণা ঃ লক্ষ্ণৌ ঘরাণার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মোদু খাঁর শিষ্য রামসহায় দীর্ঘকাল (আনুমানিক ১২/১৩বৎসর) লক্ষ্ণৌতে মোদু খাঁর নিকট তবলার তালিম নেওয়ার পর তিনি জন্মভূমি বারাণসীতে গমন করেন এবং বেনারস ঘরাণা নামে একটি নতুন বাদন শৈলীর প্রবর্তন করেন। রাম সহায়জীর ভাইয়ের ছেলে পণ্ডিত ভৈরো সহায়ও নামকরা তবলিয়া ছিলেন। ভৈরো সহায়ের পুত্র ছিলেন বলদেব সহায়। সুপ্রসিদ্ধ তবলা-বাদক কণ্ঠে মহারাজ, এই বলদেব সহায়েরই শিষ্য ছিলেন। এই ঘরাণার অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের মধ্যে পণ্ডিত আনোখেলাল, শাম্তা প্রসাদ এবং কিষণ মহারাজের নাম উল্লেখযোগ্য।

ঙ) অজরাড়া ঘরাণা ঃ দিল্লীর নিকটবর্তী মীরাটের একটি গ্রামের নাম অজরাড়া। দিল্লী ঘরাণার স্রষ্টা উস্তাদ সুধার খাঁর পৌত্র উস্তাদ সিতার খাঁরর কাছে আজরাড়া গ্রামের নিবাসী কল্লু খাঁ এবং মীরু খাঁ নামে দুই ভাই দীর্ঘদিন দিল্লীতে তবলায় তালিম নেন। পরবর্তীসময়ে এই দুই ভাই নিজের গ্রাম অজরাড়ায় এসে অজরাড়া ঘরাণার প্রবর্তন করেন। এই ঘরাণার প্রসিদ্ধ তবলা বাদক ছিলেন কল্লু খাঁর পুত্র মহম্মদ বখ্স, পৌত্র চাঁদ খাঁ এবং প্রপৌত্র কালে খাঁ।

চ) পাঞ্জাব ঘরাণা ঃ লক্ষ্ণৌ ঘরাণা থেকে বেনারস এবং ফরুখাবাদ ঘরাণার সৃষ্টি হয়েছে এবং স্বয়ং লক্ষ্ণৌ ঘরাণার উৎসস্থল হচ্ছে দিল্লী ঘরাণা। তাই এই চারটি ঘরাণার মধ্যে কিছুটা মিল আছে। কিন্তু পাঞ্জাব ঘরাণা একেবারেই অন্যরকম। অন্য ঘরাণাগুলির সঙ্গে এর কোন মিল নেই। হুসেন বক্স পাঞ্জাব ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা। হুসেন বক্সের পুত্র ফকীর বক্স এই ঘরাণার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাদক। উনার শিষ্য উস্তাদ করমইলাহী খাঁ, মলন খাঁ ও পুত্র কাদের বক্সের নামও উল্লেখযোগ্য। ভারত বিখ্যাত তবলা বাদক উস্তাদ আল্লারাখা এই ঘরাণার অন্যতম উস্তাদ কাদের বক্সের শিষ্য। ওনার পুত্র উস্তাদ জাকির হুসেন বর্তমানকালের প্রথম সারির তবলা বাদকদের মধ্যে অন্যতম।